সংবাদ

5 MAY 2017

লং লিভ ভিসি!

মো. শরীফুর রহমান আদিল

একজন ছাত্র যেখান থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে বের হয় তাই হলো বিশ্ববিদ্যালয়। আর ঐ ছাত্রের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের আচরণ আর পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড তার সারাজীবনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু এ রকম একটা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা তথা ভিসি যদি স্বেচ্ছাচারী কিংবা পুকুর চুরিতে লিপ্ত থাকেন তবে অনুমান করা যায় সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা কি ধরনের বার্তা নিয়ে বের হয়। গত ১০ বছরে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কোন ভিসি নেই যার বিরুদ্ধে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, দলাদলি, নিয়োগ বাণিজ্য কিংবা স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ আসে নাই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রায়ই সময়ই খবরের শিরোনাম হয়ে থাকে তবে কখনো অভ্যন্তরীণ কোন্দলে কিংবা প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, কখনো শিক্ষক নিয়োগে অধিকতর মেধাবীদের বাদ দিয়ে নিচের সারির পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান, কখনো ভর্তিতে অনিয়ম কিংবা বাণিজ্য আবার কখনো কখনো উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিটের স্বল্পতা প্রভৃতি কিন্তু সম্প্রতি যে দু-তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরের শিরোনাম হচ্ছে তা এই ধরনের কোন খবর নিয়ে নয় বরং সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি দের স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রতি আর বাণিজ্য নিয়েই খবরেও শিরোনাম হচ্ছে এরকমই একটি বিশ্ববিদ্যালয় রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ১২ অক্টোবর ২০০৮ সালে রংপুর বিভাগের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির বয়স মাত্র ৯ বছর হলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আসীন ছিলেন ৩ জন এরমধ্যে পূর্বের ২ জনের বিরুদ্ধে ঘোরতর কোন অভিযোগ না উঠলে বর্তমান ভিসি ড. একেএম নূরনবীর বিরুদ্ধে ২ বছর আগ থেকে ঘোরতর অভিযোগ করে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এরই ধারাবাহিকতায় গতবছরের ৬ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ইউজিসি চেয়ারম্যানের কাছে ভিসির ব্যাপক অনিয়মের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে আবেদন করেন এবং ইউজিসি গত বছরের ২২ ও ২ ডিসেম্বর সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভিসির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগগুলো তদন্তে নামেন। গতকাল ইউজিসি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে ১৬টি অভিযোগ পেয়েছে বলে গণমাধ্যমে খবর এসেছে। একজন ভিসির বিরুদ্ধে এতগুলো অভিযোগ ইউজিসি কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম। একইসঙ্গে ইউজিসি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা তা এ তদন্তের মাধ্যমেই প্রশানিত হয়েছে যদিও ইউজিসিকে অনেকে কর্মহীন সংস্থা বলে অভিহিত করতেন। যাইহোক, ভিসির একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ৩৭টি পদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি পদত্যাগ করেছেন। এই সুবাদে ভিসি নিজেই ১৩টি প্রশাসনিক পদ আঁকড়ে ধরে আছেন! তিনি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে এইসব পদের জন্য যোগ্য হিসেবে ভাবেন না বলেই তিনি এইসব পদ দখল করে সব পদের জন্য সম্মানীও গ্রহণ করেছেন! বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিসির যে অভিযোগ করেছেন তা একেবারেই দুর্বল ও সাধারণ জনগণের কাছেও অগ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভিসি বলেছেন- নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় সেখানে কোন সহযোগী কিংবা পুরো অধ্যাপক নেই অথচ, অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৭-৮ জন অধ্যাপক ও ৭ জন সহযোগী অধ্যাপক রয়েছেন। আর ভিসির কথা যদি ধরেই নেই যে সেখানে অধ্যাপক কিংবা সহযোগী অধ্যাপক নেই তবে ভিসি কেন গত ৪ বছরে তা নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন না? নাকি একাই সব খাওয়ার ফন্দি থেকেই ভিসির এই বায়না? ভিসি মহোদয় টিভি টকশোতে এসে বারবার একটি কথা বলার চেষ্টা করেছেন আর তা হলো নবীন বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তিনি পরিণত করতে চান কিন্তু তিনি যে প্রক্রিয়ায় পরিণত করার পথ অবলম্বন করেছেন আসলে কি তাতে কখনো এই বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিণত হতো? একজন ব্যক্তি কিভাবে ১৩টি প্রশাসনিক পদ দখলে রাখে? নিজে ১৩টি পদ দখলে রাখার মধ্যদিয়ে কিভাবে সেখানে একাডেমিক কাউন্সিল কিংবা অন্যান্য মিটিং সম্পন্ন হতো? আর এই ১৩টি পদে আসীন থেকে তিনি দৈনিক ৭৩০০ টাকা আপ্যায়ন বিল দেখিয়েছেন প্রশ্ন উঠে একজন ব্যক্তি একসময়ে কয়টি জায়গায় অফিস কিংবা মিটিং করতে পারে? একজন ব্যক্তি একই সময় কত জায়গায় আপ্যায়ন করতে পারে? তিনি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিণত করার যে দরদ দেখাচ্ছেন তিনি গত ৪ বছরে কয়দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন? মাত্র ১৬৫ দিন উপস্থিত থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পরিণত করার মিথ্যা খোয়াব দেখছেন তা কে না বুঝে? জানা যায় তিনি একাধারে ট্রেজারারসহ ৬টি ফ্যাকাল্টির মধ্যে তিনটি ফ্যাকাল্টির ডিন ছিলেন! তার নিয়োগের পূর্বে ট্রেজারার থাকলেও শুধু দুর্নীতি মনস্ক হওয়ায় কি তিনি ট্রেজারারকে বিতাড়িত করেছেন? তিনি ভর্তি পরীক্ষার সম্মানী হিসেবে ১৬ লাখ টাকা নেয়ার অভিযোগ থাকলেও টিভি টকশোতে ভিসি এই টাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'উন্নয়ন ফান্ডে' জমা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন এই রকম কোন ফান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট কর্তৃক অনুমোদনই নাই? বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউড নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকলেও তিনি সেই গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে এখনও সেটিকে আলোর মুখ দেখাতে পারেননি এই হলো এই ভিসির বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পরিণত করার কার্যকলাপ। অথচ একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হওয়ার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো- গবেষণাকে সমৃদ্ধ করা। অথচ তিনি এ গবেষণা খাতকে বন্ধ রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নত করার দিবাস্বপ্ন দেখে যাচ্ছেন! আর এ চিত্র বাংলাদেশের প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র হওয়ায় এশিয়ার সেরা ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থাকে না! এই যখন একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা হয় তখন সহজেই অনুমান করা যায় দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থাতে কি ধরনের নৈরাজ্য বিরাজমান। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির যদি টাকার প্রতি এত লোভ থাকতে পারে তবে নোয়াখালীতে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ৫০০ টাকা নিয়ে শিক্ষার্থী পাস করিয়ে দেয়ার যে অভিযোগ উঠেছে তাকে অবশ্যই ভালো বলতে হবে! তবে ভিসি মহোদয়কে এই বলে ধন্যবাদ দিতে হবে এই বলে যে, এত অনিয়মের মধ্যে তিনি বলে উঠেন নাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগকে চাকরি দিতে আমি বাধ্য! অথবা তার যোগ্যতা সে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিসিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়ার যে অভিযোগ তিনি করছেন তা খতিয়ে দেখে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া উচিৎ। যাইহোক, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সমাজের সবচাইতে সম্মানিত হওয়ার কথা একইসঙ্গে প্রাইমারি স্তরের শিক্ষক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে সমাজ শ্রদ্ধার চোখে দেখার যেসব কারণ রয়েছে তার মধ্যে প্রধান কারণ তিনি সৎ ও লোভহীন কিন্তু রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি যেটি করেছেন তাতে আগামীর বাংলাদেশে ভিসিদের মর্যাদা মানুষ কিভাবে দেবে তা ভবিষ্যতেই জানে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ দেয়ার যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাকে আরও স্বচ্ছ, দলমত নির্বিশেষে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির দায়িত্ব দিলে এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা অনেকটাই কমে আসবে বলে বিশ্বাস সেইসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনামলে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৭৩র অধ্যাদেশের আলোকে নিয়োগ দিয়ে বাকিগুলোর জন্য উন্মুক্ত দরখাস্ত আহ্বানের যে ধারণা দিয়ে গেছেন তা পুনরায় ভাবা যেতে পারে। অন্যথায় এই ধরনের অভিযোগ না কমে বরং বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এছাড়াও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৩র অধ্যাদেশ মানা হচ্ছে না কেননা, ৭৩র অধ্যাদেশের ১১-১ ধারা অনুযায়ী ভিসি নিয়োগের জন্য বিদায়ী ভিসির সভাপতিত্বে সিনেট অধিবেশনে তিন সদস্যের প্যানেল নির্বাচন করবে সিনেট সদস্যরা। এই প্যানেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর একজনকে ৪ বছরের জন্য নিয়োগ দিবেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর করা এই অধ্যাদেশ না মেনে ভিসি নিয়োগ দেয়াতে এখন সেসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা ব্যাহত হওয়া ছাড়াও ভিসির বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। যাইহোক, রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির ব্যাপক অনিয়ম আর দুর্নীতির কথা গণমাধ্যমে ভেসে আসতেই বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ কানে বেজে উঠলো যেখানে তিনি বলেছিলেন- 'আমার কৃষক দুর্নীতি করে না, আমার মজদুর দুর্নীতি করে না, দুর্নীতি করে আমার শিক্ষিত সমাজ' আসলেই তার একথা আজকের এদিনে আবারও প্রমাণিত হলো। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি একটি সমাজের জন্য একটি আলোকবর্তিকা সেই আলোকবর্তিকার মাধ্যমে দেশ, জাতি দেখবে আলোর পথ, দেখবে মুক্তির পথ আর তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষিত জাতি সমাজকে আলোকিত করবে, জাতিকে দুর্নীতিমুক্ত দেশ উপহার দেবে কিন্তু আলোকবর্তিকার এহেন অন্ধকারের পথ অবলম্বন সত্যিই লজ্জাকর। যাইহোক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসিদের আরও জবাবদিহিতার মধ্যে আনলে এই ধরনের অভিযোগ পুনরায় ঘটবে বলে মনে হয় না। একইসঙ্গে ইউজিসিকে আরও দায়িত্বশীল হয়ে তাদের কর্মপরিধি বাড়াতে হবে। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সারাদেশে অপকর্মের জন্য যে আস্থা ও সম্মানের সংকট তৈরি করেছেন তা যেন কোনো ভিসির দ্বারা পুনরায় না ঘটে সবশেষে, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা আমাদের নিকট আলোকবর্তিকা হয়ে থাকুক এই প্রত্যাশা সবার।

[লেখক : প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, ফেনী সাউথ ইস্ট ডিগ্রি কলেজ]
adil_jnu@yahoo.com